মধ্যস্বত্বভোগীদের যন্ত্রণায় ম্লান সোনার বাংলার বিশাল অর্জন

(গত সপ্তাহের পর)

মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য বহুবিধ অর্জনের ফসলকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। ধান-চাল, পেঁয়াজ ও আলুতে উৎপাদন এবং বিপণন সমবায়ব্যবস্থা চালু করে মধ্যস্বত্বভোগী দুষ্টচক্র মিলমালিক, অসাধু খাদ্য কর্মকর্তা ও ব্যবসায়ীদের আকাশছোঁয়া মুনাফা কমাতে হবে

শিক্ষাব্যবস্থায় আমূল সংস্কার জরুরি : পুরো শিক্ষাব্যবস্থায় একটি আপাতদৃষ্টিতে অজনপ্রিয় হলেও আমূল সংস্কার জরুরি হয়ে পড়েছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উন্নত দেশের মতো অঞ্চল বা এলাকাভিত্তিক ভর্তি করা, স্কুল ইউনিফর্ম চালু করা, ব্যক্তিগত যানবাহন নয়, বরং প্রয়োজন হলে স্কুল-কলেজের বাসে যাতায়াত, খেলাধুলা ও সংস্কৃতির পুনর্জাগরণ, বেতন-ভাতা, সুযোগ-সুবিধা এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করে শিক্ষকমণ্ডলীকে টিউশন থেকে ক্লাসমুখী করা, নোটবই, গাইড ও কোচিং সেন্টারের দৃঢ়হস্তে নিয়ন্ত্রণ তথা কালক্রমে বন্ধ করা না হলে দেশের দৃষ্টিনন্দন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং হৃদয় উষ্ণ করা সামাজিক অগ্রযাত্রা ধরে রাখা ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব নাও হতে পারে। ভারতে আগামী বছর থেকে এসএসসি পরীক্ষা বোর্ড পর্যায়ে আর হবে না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। আমাদের পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষা অভিভাবককে বিষাদময় করে তোলে। কোভিড ১৯-এর কারণে এটা এখন স্থগিত বা বাতিল করা যেতে পারে এবং ছাত্রছাত্রীদের তোতাপাখির মুখস্থবিদ্যার দিকে নিয়ে যাচ্ছে কিনা, এ বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ নিরীক্ষা করানো প্রয়োজন। মাধ্যমিকে বৃত্তিমূলক ও উচ্চশিক্ষায় প্রযুক্তি শিক্ষা বিষয়ে সদাশয় সরকারের যে সিদ্ধান্ত রয়েছে, তা কৃতসংকল্পতার সঙ্গে পিপিপিসহযোগে বাস্তবায়ন করা সমীচীন হবে। লেখাপড়াকে ব্যবহারিক, প্রায়োগিক করতেই হবে এবং এজন্য চাকরিদানকারী করপোরেট এবং শিক্ষাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে নিবিড় যোগাযোগ ও মতবিনিময় করে পাঠ্যক্রম তৈরি করতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পালাক্রমে তাত্ত্বিক এবং প্রায়োগিক হাতে-কলমে শিক্ষাগ্রহণের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের আদলে কো-অপারেটিভ শিক্ষার প্রচলন করা সঠিক হবে। শীতকালে উচ্চশিক্ষার বিদ্যার্থীদের এক সেমিস্টারের জন্য পল্লী বাংলার কিষাণ-কিষাণীর তত্ত্বাবধানে পাঠানোর কথা ভাবা যেতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ইনকিউবেটর স্থাপন করে একদিকে প্রকল্প প্রণয়নে প্রশিক্ষণ ও অন্যদিকে উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে হাতে-কলমে শিক্ষার ব্যবস্থা এখন সময়ের দাবি।

দুর্নীতি দমন ও নানাবিধ সংস্কার : দুর্নীতি ও দীর্ঘসূত্রতা বিদেশি বিনিয়োগকারীদের অনেককেই নিরুৎসাহিত করছে। আমরাও গভীরভাবে উৎকণ্ঠিত। বাংলাদেশ ২০১৭ সালে মাথাপিছু আয়ে পাকিস্তানকে টপকে গেছে। ২০২৯ সালে ভারতকেও স্থায়ীভাবে টপকে যেতে পারে বলে ব্লুমবার্গ, এইচএসবিসিসহ একাধিক পূর্বাভাস রয়েছে। তবে সম্প্রতি রপ্তানি আয়ে ধীরগতি চলছে এবং যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে অর্থযুদ্ধের ফলে চৈনিক বহু কোম্পানি বাংলাদেশে স্থানান্তরের পরিবর্তে ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, তুরস্ক, ইন্দোনেশিয়া ও পাকিস্তানে চলে যাচ্ছে। বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হারে অনমনীয়তা সৃষ্ট টাকার অতিমূল্যায়ন (যা বৈদেশিক মুদ্রায় রপ্তানি পণ্যের দাম অবমূল্যায়নকারী দেশের তুলনায় বাড়িয়ে দেয়) রপ্তানিকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। তৈরি পোশাকে এর প্রভাব বিশাল। যখনই ভিয়েতনাম তার মুদ্রার অবমূল্যায়ন করে, তখনই বৈদেশিক মুদ্রায় ওই দেশের তৈরি পোশাকের মূল্য কমে যায়। ক্রেতারা সেই হ্রাসকৃত মূল্য বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানিকারকদের ওপর চাপিয়ে দেয়। শতকরা ০১ ভাগ আরএমজি ভর্তুকি ও রেমিট্যান্সে ২ শতাংশ প্রণোদনা মাল্টিপল এক্সচেঞ্জ রেটের ক্ষতিকারক দুর্বল সমাধানে না গিয়ে বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়নে স্থানীয় মুদ্রায় বর্তমান গতির চেয়ে দ্রুততর অবমূল্যায়ন করা জরুরি। এতে ভোগের আমদানি (শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ) কমতে পারে। সবচেয়ে বড় কথা, দ্রুত ও দৃঢ় পদক্ষেপে বস্ত্রশিল্পের প্রসার ঘটিয়ে (ব্যাপক সরকারি প্রণোদনার প্রয়োজন হবে) বছরে প্রায় ৬০০ কোটি মার্কিন ডলারের বস্ত্র আমদানি কমানো যাবে। লিড টাইম ৪২ দিন থেকে ২ দিনে হ্রাস পাবে। বাড়বে রুলস অব অরিজিন- যা বহির্বাণিজ্যে সুবিধা দেবে। রপ্তানি খাতে বহুমুখীকরণের বিরাট সুযোগ কাজে লাগানো যায়। বিশ্বমানে উন্নীত করে বিএসটিআইকে বিশ্বময় গ্রহণযোগ্য করে তুলতে পারলে পুনপরিদর্শনের সময় ও অর্থ অপচয় বাঁচানো যাবে। তা ছাড়া মানবসম্পদের সেবার মান যদি বিএসটিআই বিশ্বমানে করতে পারে, তা হলে রিক্রুটিং এজেন্টদের মধ্যে যারা দুর্বৃত্তায়িত মধ্যস্বত্বভোগী- তাদের প্রতাপ কমানো যাবে। প্রামাণিত দক্ষতার পাদুকা, ওষুধ, জাহাজ নির্মাণ, মোটরসাইকেল, প্লাস্টিক পণ্য, হিমায়িত কাঁচামাছের বদলে রান্না করা আকর্ষণীয় মোড়কে মৎস্য ইত্যাকার ক্ষেত্রে উৎপাদন ও রপ্তানি বহুমুখীকরণ সম্ভব এবং উচিত। রপ্তানি পোশাকে উচ্চমূল্যের ডিজাইন ও বিক্রির বাজারে বহুমুখিতা আনতে হলে বেশকিছু বিনিয়োগ করে নিজস্ব ডিজাইনের ব্যবস্থা করতে হবে। এ দেশে যৌথ উদ্যোগে কয়েকটি দেশ মোটরযান বানাতে চায়। উপযুক্ত নীতি-কৌশলে এবং আমলাতান্ত্রিক প্রতিবন্ধকতা কমিয়ে এ ক্ষেত্রে বিপুল পদক্ষেপ সম্ভব।

উন্নয়ন মডেলের বিকল্প চিন্তা; শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান, আয়-রোজগার বৃদ্ধি, দারিদ্র্য নিরসন ও বৈষম্য হ্রাস : উন্নয়ন অগ্রযাত্রার মডেলকে শিল্পায়ন তথা কর্মসংস্থানমূলক অর্থাৎ আয়-রোজগার বৃদ্ধি করতে দারিদ্র্য নিরসন ও বৈষম্য দূরীকরণের স্থির নিশ্চিত যাত্রাপথে এগোতে হবে। এ ক্ষেত্রে গত বছর মন্ত্রিসভায় পাস হওয়া অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পবিষয়ক নীতিমালা এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সংজ্ঞায়িত কটেজ, অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ব্যাপক বিস্তার ঘটানো সম্ভব এবং উচিত। যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানে এসব খাতে কর্মসংস্থান হয় মোট কর্মজীবীর দুই-তৃতীয়াংশ। তাই আমাদেরও এ ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান বর্তমানের শতকরা ২৫ ভাগ (এডিবি) বা শতকরা ৩৫ (পরিকল্পনা কমিশন) ভাগ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করতে হবে। এ ক্ষেত্রে মূলধন কম লাগে, বিনিয়োগ থেকে উৎপাদনে যাওয়ার সময় লাগে অতিস্বল্প, ব্যবহৃত হয় দেশি কাঁচামাল, প্রযুক্তি জানা আছে, আমদানি নেই, উৎপাদিত পণ্যের দেশে-বিদেশে বাজার আছে, বিপুলভাবে আত্মকর্ম ও মজুরির বিনিময়ে কর্মসংস্থান- এটিই বাংলাদেশের মোক্ষম সুযোগ। সম্ভবত মাঝারি ক্যাটাগরিকে বাদ দিয়ে সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা এনে এসএমই ফাউন্ডেশন বা বিসিককে শক্তিমান করে সরকারের আকর্ষণীয় প্রণোদনা ও নিবিড় প্রশিক্ষণ এবং সংগঠন ২০২১ সালের শুভ সূচনা হতেই পারে। কোভিড ১৯-এর ক্ষয়ক্ষতি থেকে উত্তরণের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দুঃসাহসী এক লাখ ছয় হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজে যে ২০ হাজার কোটি টাকার এসএমই অংশটি রয়েছে (আরও ২ হাজার ৭০০ কোটি নতুনভাবে ঘোষিত), তা তেমন ব্যবহার হচ্ছে না। আমূল সংস্কারে কাঠামোগত পরিবর্তন করে কুটির, অতিক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্রশিল্প ইউনিটগুলোকে কার্যকরভাবে ব্যাংকিং সেবাদান জরুরি। এটা ছাড়া কোভিড ১৯-এ চাকরিচ্যুত এবং বিদেশফেরতদের কর্মসংস্থান তথা আয়-রোজগার বৃদ্ধি করে আয়, সম্পদ ও সুযোগবৈষম্য হ্রাস করা যাবে না।

মধ্যস্বত্বভোগীদের শক্তিতে রাষ্ট্রশক্তির রাস টানা জরুরি : বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য বহুবিধ অর্জনের ফসলকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। ধান-চাল, পেঁয়াজ ও আলুতে উৎপাদন এবং বিপণন সমবায়ব্যবস্থা চালু করে মধ্যস্বত্বভোগী দুষ্টচক্র মিলমালিক, অসাধু খাদ্য কর্মকর্তা ও ব্যবসায়ীদের আকাশছোঁয়া মুনাফা কমাতে হবে। নইলে কিষাণ-কিষাণী তার উৎপাদনে ন্যায্যমূল্য পাবেন না আর ভোক্তাদের গুনতে হবে অতিরিক্ত দাম। অনুরূপভাবে ব্যাংক-বীমা খাতে, বিশেষ করে ব্যক্তি খাতে যে সিন্ডিকেট তৈরি হয়েছে- তার ফলে আমানতে ব্যাংক সুদের হার মূল্যস্ফীতি হারের চেয়ে কম। শক্তিধর মধ্যস্বত্বভোগীরা আইনের ফাঁকফোকর বের করে রাষ্ট্রকে ঠকিয়ে বিদেশে মুদ্রাপাচার করছে আমদানিতে, ওভারইনভয়েসিং ও রপ্তানিতে আন্ডারইনভয়েসিংয়ের মাধ্যমে। তারা রাষ্ট্রযন্ত্রের উল্লেখযোগ্য অংশকে দুর্নীতিগ্রস্ত করে কেনাকাটায় সাগরচুরি করছে। এসব বিষয়ে বিশ্বনন্দিত রাষ্ট্রনায়ক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নজরে এনে যথাবিহিত করা না হলে রাষ্ট্র ও জাতিকে তার লক্ষ্যে পৌঁছানোর গন্তব্য অনেক দূরে চলে যাবে। রাষ্ট্রীয় সম্পদে সব কেনাকাটা ই-টেন্ডারিংয়ে করার নীতি কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হোক। প্রতিটি ক্ষেত্রে- তা রাস্তা নির্মাণ হোক কিংবা বালিশ কিংবা ওষুধ কেনা। বিশেষজ্ঞ পরামর্শে অভিহিত মূল্য নির্ধারণ করে টেন্ডার করা হলে যেসব ঠিকাদার বা সরবরাহকারী ওই মূল্যের বেশি দামে টেন্ডার দেবে, তা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই বাদ পড়ে যাবে। যারা সময়মতো প্রকল্পের কাজ শেষ করবেন না, তাদের জরিমানার বিধানে সজাগ ও সচেতন করে দুর্নীতি, অপচয় এবং দীর্ঘসূত্রতা কমালেই বিনিয়োগ তার সঠিক উৎপাদনশীলতা দিয়ে প্রবৃদ্ধিকে সমৃদ্ধতর করবে। (শেষ)

মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন : সাবেক গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক